আকাশলীনা

কামরুন জিনিয়া সম্পাদিত

উত্তর আমেরিকা থেকে প্রকাশিত একটি সম্পূর্ণ সাহিত্য সংকলন

জসিম মল্লিক

১.

আকাশলীনা সম্পর্কে কিছু লেখার আগে এর সম্পাদক কামরুন জিনিয়া সম্পর্কে কিছু না বললে একটা অতৃপ্তি রয়ে যায়। কে এই জিনিয়া, যিনি **আকাশলীনা-**র মতো একটি অসাধারণ, সমৃদ্ধ, ব্যয়বহুল এবং কষ্টসাধ্য সাহিত্য সংকলন উত্তর আমেরিকার মতো জায়গায় বসে প্রকাশের মতো সাহস রাখেন। কতখানি সাহিত্যপ্রেম এবং কমিটমেন্ট থাকলে এ রকম উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব তা সহজেই অনুমেয় এবং একটি দুটি সংখ্যা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত নয়; ২০০৬ সংখ্যাটি এর ষষ্ঠ প্রকাশনা। ২০০১ থেকে প্রতি বছরই কবিতা, ছোটগল্প ও প্রবন্ধের সংকলন **আকাশলীনা** প্রকাশিত হচ্ছে।

কামরুন জিনিয়াকে আমি আগে থাকতে জানতাম না। এটা আমার ব্যর্থতাই বলবো। আমি জিনিয়া এবং তার **আকাশলীনা** সম্পর্কে প্রথম জানি আমেরিকার ফ্লোরিডা প্রবাসী লেখক মোহাম্মদ জাহিদ হোসেনের কাছ থেকে। **ঠিকানা** প্রত্রিকা থেকে আমার ফোন নম্বর সংগ্রহ করে জাহিদ ভাই ফোন না করলে হয়ত আমি এই অসাধারণ কার্যক্রম সম্পর্কে জানতাম না। এ জন্যে তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তারপরও বেশ কিছুদিন আর যোগাযোগটা হয়ে উঠেনি। পরবর্তীতে জিনিয়ার সাথে যোগাযোগ হলে তিনি **আকাশলীনা-**র একটি সংখ্যা আমাকে পাঠান। পুরো সংকলনটি পড়ে আমি অভিভূত হয়ে যাই।

কামরুন জিনিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স সহ মাস্টার্স করেছেন। এরপর ২০০০ সালে আমেরিকার লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের সাদার্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে public Administration-এ মাস্টার্স করেন। বর্তমানে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে public policy & Urban Affairs- এ পি.এইচ.ডি. করছেন। উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকান্ডের সঙ্গে তিনি যুক্ত।

আকাশলীনা প্রকাশ এবং বাংলা সাহিত্যে অবদান রাখার জন্য বেশ কয়েকবার তিনি পুরস্কৃত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি নানা ধরণের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ডাকসু সাংস্কৃতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হন এবং আবৃত্তি সংগঠন 'শাব্দিক' এর সদস্য ছিলেন। তিনি উপস্থিত বক্তৃতা, বিতর্ক, স্বরচিত ও বিরোচিত কবিতা আবৃত্তি, উপস্থিত রচনা প্রতিযোগিতা ও ধারাবাহিক গল্প বলায় পারদর্শী ছিলেন। মৈত্রী হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহে' পর পর তিন বছর চ্যাম্পিয়ন হন। কলেজে পড়ার সময় 'জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-৮৯' জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। এরকম আরো অনেক সাফল্য জিনিয়ার রয়েছে।

২.

প্রবাসের জীবন খুবই কষ্টসাধ্য। প্রতিদিন যেখানে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত থেকেই সময় পার হয়ে যায় সেখানে সাহিত্যের মতো সৃজনশীল বিষয়ের চর্চা করা সত্যি কঠিন। এই কঠিন কাজটি যারা করেন তারা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। আর জিনিয়া কোন লাভের জন্যও এটা করছেন না। তিনি সম্পূর্ণ সাহিত্যের প্রতি মমত্ববোধের কারণেই এটা করছেন। প্রবাসে সাধারণতঃ ভালকাজের জন্য কেউ তেমন একটা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় না। যেটা হয় সেটা হচ্ছে ভাল কাজ যাতে কেউ না করতে পারে সেজন্য সবরকম প্রচেষ্টা চলে। আর ভালকাজের পৃষ্ঠপোষকও পাওয়া যায়না। যেখানে অপরের চরিত্র হননের একটা প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায় সেখানে ভালর প্রশংসা সুদুর পরাহত। তারপরও এগিয়ে যাওয়ার নামই জীবন। জিনিয়া তার **আকাশলীনা** নিয়ে এগিয়ে যেতে পারছেন এটা অনেক বড় একটা ঘটনা।

আকাশলীনা-র বর্তমান সংখ্যায় উত্তর আমেরিকা প্রবাসী প্রায় ৬৫ জন লেখকের লেখা স্থান পেয়েছে। এটা খুবই বিস্ময়কর যে তিনি এতজন স্বনামধন্য লেখকদের একটি জায়গায় জড়ো করতে পেরেছেন। বর্তমান সংখ্যায় উত্তর আমেরিকার প্রায় সকল প্রধান কবি, কথা সাহিত্যিক ও প্রবন্ধ লেখকদের লেখা স্থান পেয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উলেখ করতে চাই যে, উত্তর আমেরিকায় বর্তমানে বাংলাদেশের মেইনস্ট্রিমের অনেক লেখকরা বসবাস করছেন। এটা আমাদের জন্য একটা গর্বের ব্যাপার। সুদুর প্রবাসে বসেও বাংলা সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখা এবং একে সমৃদ্ধ করার এই প্রচেষ্টা সত্যি প্রশংসনীয়। যারা আকাশলীনায় লিখেছেন তাদেরকে আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই যে তারা ব্যস্ত তার মধ্যেও লিখে **আকাশলীনা**কে সমৃদ্ধ করেছেন।

৩.

আকাশলীনা-র এ সংখ্যার লেখক তালিকায় আছেন গুচ্ছ কবিতা, ইকবাল হাসান, কেতকী কুশারী ডাইসন, ফকির ইলিয়াস, ফেরদৌস নাহার, লুৎফর রহমান রিটন, সুরাইয়া খানম, হাসান আল আবদুলাহ, হায়দার আলী খান, শামস আল মমিন প্রমুখ। কবিতা লিখেছেন আতিকুর রহমান, আবু ওবায়দা আনসারী খান, আমিনুর রশিদ পিন্টু, কামরুন জিনিয়া, নাসরিন খান রুমা, ফেরদৌস জেসমিন, সাইফুলাহ মাহমুদ দুলাল, সুলতানা পারভেজ, সাহেরা আফজা টুলু, সোহেলী সুলতানা, রুকসানা রুপা, শামসুল হুদা, রেজাউর রহমান, বদিউজ্জামান নাসিম, মোস্তফা সারওয়ার, জয়ন্ত নাগ, দেওয়ান সৈয়দ আবদুল মজিদ, ফারহানা ইলিয়াস তুলি, মনি মোজাম্মেল, মাসুদুল আবেদ, মুকতাদীর চৌধুরী তরুণ, রবিউল হাসান, শাহেদ ইকবাল, সুলতান পারভেজ প্রমূখ। ছোট গল্প, প্রবন্ধ এবং অন্যান্য লেখকরা হচ্ছেন আলী রিয়াজ, অমল মিত্র, ইকবাল হাসান, কমল কলি, গুলশান আরা কাজী, জাহানারা খান বীনা, মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, দিলারা হাশেম, পূরবী বসু, মিনা ফারাহ, মীজান রহমান, মুসাররাত জাহান শ্বেতা, রানু ফেরদৌস, সাইদ-উর-রব, হেলেনা খান, হাসান ফেরদৌস, নাসরিন চৌধুরী, নূরন নবী, মনিরা বেগম, নাজনীন সীমন, রোকসানা লেইস, লিয়াকত হুসেন আবু, শবনম আমীর, বিমল কান্তি পাল, মুনীর মুজতবা আলী, বাঙালী শামসুর রহমান, শারমিন আহমেদ, হারুন চৌধুরী, হোমায়রা আহমেদ, মনিরা বেগম, দেওয়ান শামসুল আরেফিন, দীপিকা ঘোষ, দলিলুর রহমান প্রমূখ।

৪.

আকাশলীনার সবগুলো লেখাই মন দিয়ে পড়েছি। সব লেখাই কম বেশী ভাল লেগেছে। কিছু লেখা আমার মনকে বিশেষভাবে ছুঁয়ে গেছে। গুচ্ছ কবিতায় সবার কবিতাই চমৎকার। এর মধ্যে সত্তুরের দশকের তুখোর কবি সুরাইয়া খানম গত মে মাসের ২৫ তারিখ মারা যান। এই সংকলনে তার গুচ্ছ কবিতাগুলো আমার জানা মতে তার সর্বশেষ কবিতা। তার সবগুলো কবিতাই অনবদ্য।

প্রায় সোয়া তিনশ পৃষ্ঠার ঝক ঝকে অফসেট পেপারে মুদ্রিত আকাশলীনার দাম রাখা হয়েছে মাত্র দশ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশে দাম ২৩০ টাকা। ধ্রুব এষের চাররঙা অসাধারণ প্রচ্ছদ আকাশলীনার মান বাড়িয়েছে বহুগুন। **আকাশলীনা**র প্রকাশক স্বরব্যঞ্জনের কর্ণধার সাইফুলাহ মাহমুদ দুলাল। উৎসর্গ করা হয়েছে প্রবাসী সকল কবি ও

লেখকদের। উত্তর আমেরিকা পরিবেশক হচ্ছেঃ মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক। আকাশলীনার প্রকাশনা ও প্রচারনার ব্যাপারে যারা পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন সেই পৃষ্ঠপোষকদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। কিছু ভুল ত্রুটি বাদ দিলে এটি একটি অসাধারণ প্রকাশনা। **আকাশলীনা**র বহুল প্রচার কামনা করি এবং এর সম্পাদক কামরুন জিনিয়াকে আবারো অভিনন্দন জানাই।

জসিম মল্লিক : অনাবাসী লেখক ও সাংবাদিক

টরন্টো

jasim.mallik@gmail.com